জনৈক ভক্তের পরামর্শ

খন্দকার জাহিদ হাসান

(১)

গায়েন চাচা, আমি জেরী বলছি। আশা করি, আমার সব কথা আপনি দিব্যি শুনতে পাচ্ছেন এবং বেশ বুঝতে পারছেন।
আমি জানি যে, আপনি পাড়াগাঁয়ের সহজ-সরল একজন হৃদয়বান ইঁদুর। কোনো ধরণের প্যাঁচগোছ আপনার মধ্যে নেই। তবে তাতে কিন্তু কিচ্ছু যায় আসে না! আমার শহুরে বাসায় দু'ঘন্টার জন্য আপনি বেড়াতে এসেছেন, সেটা খুব-ই ভালো কথা। কিন্তু এবারে মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। এ বাসাতে 'টম' নামের ভীষণ দুষ্টু এক বিড়াল রয়েছে। একটু অসাবধান হলেই সাড়ে সর্বনাশ হোয়ে যাবে! সোজা টমের পেটের মধ্যে আপনাকে আশ্রয়লাভ করতে হবে।

যদিও আপনি খুব সুন্দর গীটার বাজান, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। আপনার গীটারের মনোহর বাজনা দিয়ে আপনি টমকে পটিয়ে ফেলতে পারবেন না। ওকে আপনি চেনেন না। ও একটা অমানবিক বিল্লী! আমি তো জানিই যে, আপনি অপূর্ব গীটার বাজান। কিন্তু টম ওসব সুকুমারবৃত্তির ধার মোটেও ধারে না। বাগে পেলেই ও আপনাকে আপনার বাহারী গোঁফ, খাসা গীটার ও শ্রুতিমধুর বাজনাসমেত গপাৎ ক'রে গিলে ফেলবে।

(২)

মহেন্দ্র কাকা, আমি কৌশিক বলছি। আশা করি, আমার কথা আপনি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন ও ভালোভাবে বুঝতে পারছেন।
আমি তো জানিই যে, আপনি খুব গরীব হলেও আপনার অতি সুন্দর একটা মন রয়েছে। আপনার বাঁশী শুনে সারা গাঁয়ের সব মানুষ মুগ্ধ হয়। আপনার এই সুন্দর মন ও যাদুকরী বাঁশীর সুরের কারণেই এত অনাহারে কাকীমার দিন কাটলেও একটানা ত্রিশ বছর তিনি আপনার ঘর ক'রে এসেছেন।..... এই মুহূর্তে আপনি আমার রাজধানীস্থ নিবাসে দু'দিনের অতিথি। আপনাকে স্বাগতম! কিন্তু এ বড়ো পরিতাপের বিষয় যে, আপনার পার্থিব বাঁশীর অপার্থিব সুর শোনার মত পরিবেশ আমার এখানে নেই! এ শহরে 'সময়' নামের তেজী ঘোড়াটি তীব্রবেগে ধেয়ে চলেছে। তবে বিশ্বাস করুন, আপনার বাঁশীর মোহন সুর আমি কিন্তু আজও বড়ো ভালবাসি।

যদি গভীর রাতে বাঁশী শোনানোর কোনো পরিকল্পনা আপনার থাকে, তবে তা এক্ষুনি পরিত্যাগ করুন। কারণ তাতে সমস্যা আরও ঘনীভূত হবে। সবাই তেড়ে আসবে। কাল খুব ভোরেই বাড়ীওয়ালা বাড়ীত্যাগের নোটিশ দেবে। এছাড়া শহুরে রাধাদের শংকিত অভিভাবকবৃন্দ আমাকে নব্য কৃষ্ণ ঠাউরে আসামীর কাঠগড়াতে দাঁড় করাবেন।

(৩)

কোজাগর ভাই, শেষ পর্যন্ত আপনিও সিডনীতে আশ্রয় নিলেন? আমি জানি যে, আপনি একজন অসাধারণ ভালো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের ভাগ্যদোষে আজ জীবনযুদ্ধে পরাজিত। তাই লোকচক্ষুর অন্তরাল-ই আপনার বেশী পছন্দনীয়। না, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বিশাল এই সিডনীতে কেউ আপনাকে চিনতে পারবে না। মানুষ এখানে অন্যকে চেনার চাইতে নিজেকে চেনানোর কাজেই বেশী ব্যস্ত। তবে আর কোনো ভুল করবেন না প্লীজ! আমি তো জানিই যে, আপনি এক বিরাট গুণী মানুষ, নতুন যুগের এক মহাপ্রতিভাধর কবি। আপনার কবিতা পড়তে থাকলে নিমেষেই পৌঁছে যাওয়া যায় মেঘের রাজ্যে, যেখান থেকে পৃথিবীকে দেখতে এক স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। আপনার কবিতা শুনলে মুহূর্তেই নতুন সোনালী দিনের আগমনী বার্তা দু'কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তবে এই সিডনীর মাটিতে বসে আপনি আর অগ্নিঝরা বিপ্লবী

কবিতা কিংবা ভালোবাসার অমরগাঁথা লিখবেন না। এখানে অনাহারী মানুষ অনুপস্থিত বিধায় বিপ্লবের কোনো প্রয়োজন নেই। ওসব বিপ্লব-টিপ্লবের চর্চা ভুখা-নাংগাদের দেশেই সাজে। এ মাটির গন্ধ শুঁকে দেখুন, কেমন বৈষয়িক প্রাচূর্যে ভরা! একপেশে অভাবহীনতার বিন্দুমাত্র অভাব নেই এখানে। এই পরিবেশে আপনার কবিতা নির্ঘাত ধরাশায়ী হবে।

আমি আপনাকে ভালোভাবেই চিনি। আমি নিশ্চিত যে, পৃথিবীর তাবৎ অনাহারী ও দুঃখী মানুষের হৃৎপিন্ডের ধুক্‌পুকানি আপনি এখান থেকেই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন। বলিহারী আপনার শ্রবণশক্তি কোজাগর ভাই! তা বলে আপনি এবার তামাম দুনিয়ার মানুষের জন্য নতুন দিনের কবিতা লিখতে শুরু করবেন না প্লীজ। পৃথিবীর মানুষ আজ বড়োই বিভ্রান্ত। সব সমস্যার সুপারম্যানীয় সমাধানের আশাতে সকল মানুষ এখন অপেক্ষা করছে, অথবা ভিন্ গ্রহবাসীদেরকে লালগালিচা সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য নিচ্ছে মানসিক প্রস্তুতি। সুপারম্যানের অবদান কিংবা গ্রহান্তরের প্রযুক্তির আজ বড্ডো প্রয়োজন তাদের! তাই আর বিপ্লবী কবিতা নয়, বরং আমার মত 'গঠনমূলক গার্হস্থ্য কাব্য' অথবা 'আত্মতৃপ্তিদায়ক অনুনাসিক ছড়া' রচনা শুরু করাটাই আপনার জন্য সঠিক পদক্ষেপ হবে বলে আমি মনে করি। অথবা এখন যেমনটি ডুব দিয়ে রয়েছেন, তেমনটিও থাকতে পারেন।

স্পষ্টতঃই এখন আপনার সামনে দিয়ে দু'টো সামাজিক ফল্গুধারা বহমান– একটির নাম 'দাওয়াতী নদী' বা 'নেমনতন্নী খাল', আর অপরটির নাম 'ক্লাব রিভার'। প্রথমটিতে তেমন কোনো স্রোত নেই। সুতরাং ওটিতে ডিংগা ভাসালে লগি ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হোয়ে যাবে। নিস্তরংগ এই নৌ-বিহারে বিস্তর মোগ্‌লাই ভোজন জুটে যাবে আপনার কপালে। দেশী খাবারের আস্বাদলাভও সম্ভবপর হবে। তবে এই নৌকাতে দিনশেষে মন্দ কোলেস্টেরলের খপ্পরে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া দাওয়াতী নদীর ডিংগাতে একবার পা রাখলে পশ্চাদ্‌পসরণ নিদারুণ কঠিন! ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা তখন আর আপনার হাতে থাকবে না। মানুষের বংশপরম্পরার মত 'নিমন্ত্রণের পরিশোধপরম্পরা'-র কবলে পড়ে আপনার সাধের 'নৌ-বিহার' অনন্তকালব্যাপী চলতে থাকবে!

'ক্লাব রিভার' নামের দ্বিতীয় নদীটিই আসলে এখানকার মূল ধারা। এটিকে 'নদ'-ও বলা চলে। আবার তাকে 'সমুদ্র' আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি করা হবে না! স্রোতবহুল বিশাল এই জলরাশিতে উথাল-পাথাল ঢেউয়ের মাতম। ছোটো ছোটো নাও এখানে আপনার দৃষ্টিগোচর হবে না। পেল্লাই আকারের দশাসই সব প্রমোদতরীই এখানকার জল-বাহন। এখানে লগি ঠেলা অনাবশ্যক। এ ধরণের তরণীতে একবার সওয়ার হলে আপনি মদির-নেশার পাল তুলে ভেসে যেতে পারবেন সুদূর নীলিমায়, পৌঁছে যেতে পারবেন মায়াবী কোনো দ্বীপে। এখন ভেবে দেখুন, কোন্ স্রোতঃধারায় আপনি গা ভাসাতে চান।

বয়স তো আর বসে নেই কোজাগর ভাই! তাই এইবেলা একজন জীবনসাথী জুটিয়ে নিলে ভালো হয় না কি? ভাববেন না যে, এই অবেলায় আপনার গলায় মালা দেবার মানুষের কোনো অভাব হবে। আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিস্তর ফুলের মালা আপনার জন্য সদাই প্রস্তুত রয়েছে।.... না,না, এজন্য কবিতা রচনার কোনো প্রয়োজন নেই। ওসব কবিতা-টবিতা ছেড়ে একবার শুধু সিডনীর মাটিতে ডলার উপার্জন করতে শুরু করুন, দেখবেন আপনার প্রবীণ গলায় মালা দেওয়ার জন্য কতো নবীনার আবির্ভাব ঘটে গেছে। কেবল ঠিকমত বেছে নেওয়ার কাজটিই তখন শুধু বাকী থাকবে। অনায়াসে সহাস্যে বেছে নিতে পারবেন কোনো ডাগরনয়না মাতৃভাষিণী শ্যামসুন্দরী বংগললনাকে, কিংবা ভিন্নভাষিণী স্বর্ণকেশী কোনো ক্ষীণকটিধারিণী অপসরীকে। জানেন-ই তো, যুগ পালটিয়েছে। এখন চতুর্দিকেই আন্তর্জাতিক বাতাস প্রবাহমান। আজকের এই আধুনিক যুগে ভাষা বা সংস্কৃতির বিভিন্নতা কোনো অন্তরায়ই নয়। প্রেম নিবেদন হবে চোখের ভাষাতে, মিলনের মালা গাঁথা হবে হৃদয়ের ভাষাতেঃ ''আমি

চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী.....॥'' এখন শুধু একবার আপনার সদয় সিদ্ধান্তের পালা।

যা বলছিলাম। সিডনীর এই জনসমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া খুব সহজ। কিন্তু তা বলে এদেশের অবারিত বাক-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে যাচ্ছেতাই লিখে ফেলবেন না। আপনার নিরলস অবদান নিঃশব্দে গৃহীত হবে। কিন্তু আপনার সামান্য ভুল শতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ধিকৃত হবে। ছিদ্রান্বেষীগণ এখানে বড়োই তৎপর! অতএব আপনি যদি শান্তি চান, তবে এখন যেমনটি ডুব দিয়ে রয়েছেন, তেমনটিই থাকুন। সেক্ষেত্রে আমার এই উদাত্ত আহ্বান অনুগ্রপূর্বক আপনি উপেক্ষা করুন।

ইতি—
আপনার স্নেহধন্য,
অরণ্য।

সিডনী,
২৪/১২/২০০৭।